দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 6 MAR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

এবারও মফস্বলের কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার্থীর ভিড়

(স্টাফ রিপোর্টার)

শহরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা এ বছরও বিপুল সংখ্যায় মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে বলে এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে। সুবিধা আদায়ই তাদের অনেকের লক্ষ্য বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আগামী ৭ই মার্চ থেকে সারা দেশে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে এসব মওসুমী পরীক্ষার্থীদের অত্যধিক ভিড়ের জন্য পরিদর্শক (ইনভিজিলেটর) ও সিটসংকুলান সমস্যা এবারও প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে।

(১১-এর পৃঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার্থীর ভিড়

(১-এর পৃঃ পর)

এ বছর বিদেশে ৮টি কেন্দ্রসহ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১শ ৪৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লাখ ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। গত বছরে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল ১৩৬টি। গত বছরের তুলনায় এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে প্রায় তিন হাজার পরীক্ষার্থী বেড়েছে।

শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। অপরদিকে একই পরিসংখ্যানে রেজিস্ট্রেশনের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে শহরের স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা অনেক বেশী।

পরিসংখ্যানে আরো জানা গেছে, ঢাকা বোর্ডের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে এসব পরীক্ষার্থী স্কুলের একশ্রেণীর শিক্ষক ও বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারীর যোগসাজশে অনিয়মের মাধ্যমে গ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কিংবা পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে স্কুল পরিবর্তন করে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে নিয়েছে। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় এর মধ্যেই বোর্ডের হাতে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী ধরা পড়েছে এবং ঢাকা বোর্ড সংশ্লিষ্ট ১৩টি স্কুলকে এজন্য 'কারণ দর্শাও' নোটিশ দিয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলা পর্যায়ের এমন অনেক স্কুল রয়েছে যারা শুধুমাত্র আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে মোটা অংকের টাকা নিয়ে বোর্ডের নিয়ম লংঘন করে অনেক অযোগ্য ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দিয়েছে। পরীক্ষার মাত্র ২/৩ মাস আগে তারা ভুয়া টিসি নিয়ে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়। কারণ এসব পরীক্ষার্থী যে সব উপজেলা কেন্দ্রে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ পাওয়া যাইবে, সেইসব কেন্দ্রে ভিড় জমায় বলে বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান।

উক্ত বোর্ডের কর্মকর্তা আরও জানান, বোর্ড কর্তৃপক্ষ শহরাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে যেভাবে নজর দিতে পারেন মফস্বলে তা পারেন না।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ময়মনসিংহের গফরগাঁও ও ত্রিশাল উপজেলার কয়েকটি স্কুলে বহুসংখ্যক ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়ে। বোর্ড স্ব স্ব উপজেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করলে তারা বোর্ডের কাছে ক্ষমা চান এবং বোর্ডের শর্তাবলী পূরণের আশ্বাস দেন। পরে বোর্ড পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেন।

এদিকে যেসব কেন্দ্রে বহিরাগত ছাত্রের হিড়িক বোর্ডের হাতে ধরা পড়েছে তার মধ্যে রয়েছে জয়পাড়া, জিঞ্জিরা, গজারিয়া, সিরাজদিখান, ঝিটকা, সাটুরিয়া, দৌলতপুর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, মীর্জাপুর, ভুয়াপুর, ধনবাড়ি, ভাঙ্গা, গৌরীপুর, ফুলপুর, ভালুকা, গফরগাঁও, আঠারো বাড়ি, কটিয়াদী, পাকুন্দিয়া, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ি, নান্দিনা, নকলা ও শ্রীবরদী পরীক্ষা কেন্দ্র।